এন জি ও --- ‘মনুষ্য-জালিকার ভূমিকা আরসেনিক দূষণ রোধ এবং জল সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান‘

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জল সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে যারা কাজ করছেন তারা একটি সক্রিয় মনুষ্যজালিকা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন এবং জনগনের পানীয় জলের সরবারহ ত্বরানিত করাচ্ছেন ।এই ওয়েব ভিত্তিক নেট ওয়ার্কের অন্যতম পিয়ার ওয়াটার এক্সচেইনজ (PWX) আগামী ৩০শে অকটোবর কলকাতায় অনুষ্ঠিত বার্ষিক ওয়াটার কমিউনিটি ফোরামে প্রদর্শিত হচ্ছে। এখানে উপস্থিত সদস্যগন আরসেনিক পরিশোধিত জলের সরবারহের একটি আধুনিক ক্লোরিনযুক্ত পাতকুয়োঁ সর্ম্পকে জানতে পারবেন।

ভারতে কোটি কোটি মানুষ পানীয় জল এবং সুসাস্থ্যব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত ।বিভিন্ন জলপ্রকল্পগুলি উন্নত হওয়া সমভাবনা কম যতক্ষণনা তাদের ত্রুটি, সমস্যা, ব্যর্থতা, সকলের সম্মুখে তুলে ধরা না যায়, তাই এই ফোরামের আয়োজন ।

‘আমাদের সত্যিই নতুন কোনো প্রযুক্তির দরকার হয় না লোকেদের জল খাওয়ানোর জন্যে‘ বললেন PWX 'র র্নিমাতা রাজেশ সাহ ।‘আমরা জানি কি কাজ হয়, ছোট প্রকল্পগুলি যা দক্ষ কমিউনিটি দ্বারা পরিচালিত । PWX একটি নবীনতম প্রয়াস যার দ্বারা আমরা বাছাই, আর্থিক সম্বল, ব্যবস্থাপনা এবং আরব্ধ আলোচনা চালাই ।ছোট ছোট অনেক স্বেচ্ছা সেবী সংস্থা যারা জল সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে লিপ্ত রয়েছে ।

PWX (http://peerwater.org/) আরম্ভ করে ব্লু প্ল্যানেট রান একটি স্বেচ্ছা সেবী সংস্থার দ্বারা ।বিভিন্ন রকমেরর জল সংক্রান্ত কাজে যারা লিপ্ত তাদের প্রকল্প নিয়ে আলোচনা এবং আর্থিক সাহায্যের অনুমোদন করে থাকে ব্লু প্ল্যানেট রান । অংশগ্রহণকারীগন অন্যান্য সংস্থাগুলিকে পুনরীক্ষণ করে গ্রেড দেয়, যার ফলে অর্থবিনিয়োগকারীর ঐতিহ্যগত দায়িত্ব আনেকটা লাঘব হয়, পরিচালোনা করতে সুবিধা, এবং আশাতীত ফল।

যত বেশী সংস্থা PWX এ যোগ দেবে তত ই জল সংক্রান্ত সমস্যা গুলি মোকাবেলা করা যাবে এবং বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মসুচি সকলের সম্মুখে প্রকাশিচ হবে ।আশা রাখি আমাদের সাথে সরকার ও যোগ দেবেন ।

"PWX হল জলের কেন্দ্রস্থল, এখানে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলির ভূমিকা আপরিসীম‘ বলেন রাজেশ শাহ ।

পাটনার এ এন কলেজের জল বিষেষজ্ঞ অশোক ঘোষ বলেন ‘সরকার যে কি কাজ করছে তা এন জি ও গুলি জানে না । সকল কাজগুলি কিন্তু বিক্ষিপ্ত কেন্দ্র মুখি নয়।

প্রোজেক্ট ওয়েল একটি লাভহীন সেচ্ছা সেবী সংস্থা, পশ্চিম বঙ্গের আরসেনিক কবলিত অঞ্চলগুলিতে পরিশোধিত আরসেনিক মুক্ত জল সরবারহ করে থাকে এবং PWX এর সাথে ২০০৭ সাল থেকে যোগাযোগ রেখে আসছে। PWX এর সাহায্যে প্রোজেক্ট ওয়েল তাদের পশ্চিম বঙ্গের সহযোগী একোয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মাধ্যমে আরসেনিক মুক্ত জল সরবরাহ করে । একোয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যরা কোলকাতায় কনফাররেনসে, "PWX হয়ে প্রর্দশন করছে।
একোয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি একটি আধুনিক ক্লোরিনযুক্ত পাতকুয়োঁর মডেল এই ফোরামে প্রর্দশন করা হবে । পানীয় জলে আরসেনিক থাকলে বিভিন্ন রকমের ব্যাধি যথা ফুসফুস, কিডনি, এবং লিভার ক্যান্সার হয় ।সামপ্রতিক কালে গবেষণা করে দেখা গেছে অল্প বয়সের সন্তানেরা আক্রান্ত হচ্ছে।

হার্ভাড ইউনিভারসিটির আরসেনিক বিশেষজ্ঞ রিচারড উইলসন বলেন ‘পৃথিবীতে যত রকমের দূষিত পদার্থ আছে তামাকের ধোয়াঁ ছাড়া, সব থেকে মারাত্বক সম্ভবত হল জলে আরসেনিক‘ ।

"PWX র জ্ঞানের ভান্ডার ব ইয়ের পাতা থেকে নয়, অভিজ্ঞতার থেকে । কাজের ধারা আনুধাবিত হয়েছে গ্রামের ঘুরে অথবা অন্যান্য অভিজ্ঞ লোকের কাছ থেক ।
PWX এর পরামশে একোয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি একজন লোকোল এওয়ারনেস প্রর্গ্রামার নিযুক্ত করা হল । এর কাজ হল গ্রামে গ্রামে ঘুরে আরসেনিক মুক্ত জল সম্পকে আলোচনা করা, এবং জল সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ব্যাখ্যা করা ।

একের পর এক বৃহদাকার এবং জটিল জলের সমস্যা মোকাবেলা এবং সমাধান করে PWX এগিয়ে চলেছে হাত বাড়িয়ে সাথে রয়েছে ছোট ছোট এন জি ও গুলি, যারা তাদের কাজ দিয়ে পৃথিবীর মনুষ্যসমাজে কল্যাণ সাধন করে চলেছে।

প্রোজেক্ট ওয়েলের ডিরেক্টর মিরা হিরা- স্মিথের মতে ‘ PWX চমৎকার ! সংস্থা গুলি নিজেদের কাজ মনিটার করতে পারবে এবং ১০ বৎসর পরে তাদের কাজের পরিনতি দেখতে পাবে ।